বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (বিসিপিএস)

ফেলোজ কল্যাণ তহবিল নীতিমালা ২০১০

যেহেতু বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ ফেলোদের সহায়তা দানে কল্যাণ তহবিল গঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

এবং যেহেতু বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ মনে করে যে ফেলোদের কল্যাণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদানমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা আবশ্যক।

এবং যেহেতু কল্যাণমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নে একটি তহবিল গঠন করা এবং উহার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে একটি কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্থায়ী মেডিকেল বোর্ড গঠন করা সমীচিন ও প্রয়োজনীয় ;

১. **নাম ঃ** এই বিধি বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ ফেলোজ কল্যাণ তহবিল নীতিমালা ২০১০ নামে অভিহিত ;

২. **পরিধি ঃ** বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ এর সকল ফেলো ও তাহাদের পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ;

৩. **সংজ্ঞাঃ** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই বিধিতে ঃ

(৩.১) 'বিসিপিএস' অর্থ রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ৬৩ নম্বর আদেশ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৬৩-১৯৭২) বলে ০৮.০৬.১৯৭২ তারিখে প্রতিষ্ঠিত **'বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্'** ,

(৩.২) 'বোর্ড' অর্থ অনুচ্ছেদে ১০ এর অধীন গঠিত স্থায়ী মেডিকেল বোর্ড ;

(৩.৩) 'ফেলো' অর্থ বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ আদেশ ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪-এ বর্ণিত ফেলো, (ফেলো অর্থ পরীক্ষা দিয়ে পাশ করা এবং পরীক্ষা ব্যতিরেকে ফেলো)

(৩.৪) 'কমিটি' অর্থ অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বিসিপিএস-এর ফেলোদের জন্য গঠিত কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি ;

(৩.৫) 'তহবিল' অর্থ অনুচ্ছেদ ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বিসিপিএস এর ফেলোদের জন্য গঠিত কল্যাণ তহবিল ;

(৩.৬) 'চাঁদা' অর্থ ফেলো কর্তৃক এই তহবিলের জন্য প্রদত্ত নির্ধারিত চাঁদার পরিমাণ। প্রথমত মেম্বার হতে ১০০/- টাকা এবং তারপর থেকে বছর প্রতি ৫০০/- টাকা বা এককালীন ১০,০০০/- করে কল্যাণ তহবিলের জন্য সংরক্ষিত অর্থ :

(৩.৭) 'নির্ধারিত ফর্ম' অর্থ এই বিধির সহিত সংযোজিত ফর্ম;

(৩.৮) 'সদস্য সচিব' অর্থ কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব ; এবং

(৩.৯) 'সভাপতি' অর্থ কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি।

৪. **তহবিল গঠন ও উদ্দেশ্য ঃ**

(৪.১) বিসিপিএস এর নির্ধারিত ফেলো কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা এবং নির্বাহী কমিটি/কাউন্সিল কর্তৃক সময় সময় বরাদ্দকৃত অর্থ ও অনুদান বা অন্য কোন খাত হইতে এই খাতে স্থানান্তরিত অর্থ ও সরকারী অনুদান ব্যক্তি বিশেষের বা প্রতিষ্ঠানের অনুদান ও বিসিপিএস এর উপার্জিত অর্থ দ্বারা গঠিত হইবে।

(৪.২) এই তহবিলের অর্থ নির্ধারিত ফেলোদের প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে।

৫. **তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ**

(৫.১) 'কল্যাণ তহবিল' পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিবে।

(ক) কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

১. বিসিপিএস এর ফেলোজ ওয়েলফেয়ার কমিটির সভাপতি	-	**সভাপতি**
২. বিসিপিএস এর ভাইস প্রেসিডেন্ট	-	**সদস্য (পদাধিকার বলে)**
৩. বিসিপিএস এর কোষাধ্যক্ষ	-	**সদস্য (পদাধিকার বলে)**
৪. বিসিপিএস এর একজন নির্বাচিত কাউন্সিলর	-	**সদস্য (তিনি কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত তবে নির্বাহী কমিটির সদস্য নন)**
৫. বিসিপিএস এর ফেলোজ ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য সচিব	-	**সদস্য**
৬. বিসিপিএস এর ফেলোজ ওয়েলফেয়ার কমিটি কর্তৃক মনোনীত সদস্য	-	**সদস্য**
৭. বিসিপিএস এর অনারারি সচিব	-	**সদস্য সচিব (পদাধিকার বলে)**

(৫.২) তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। তার অনুপস্থিতিতে বিসিপিএস এর ভাইস প্রেসিডেন্ট সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫.৩) সদস্য সচিব সভাপতির পরামর্শক্রমে কর্মসূচী প্রনয়ণ করিবেন। উল্লেখপূর্বক লিখিত নোটিশ দ্বারা কমিটির সভা আহ্বান করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে এক সভা হইতে পরবর্তী সভার বিরতি একশত বিশ দিনের অতিরিক্ত হইবে না। সভার কমপক্ষে তিন দিন আগে সকল সদস্যকে নোটিশ পৌছাইতে হইবে। সভায় ০৪ (চার) জন সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

(৫.৪) সভার সিদ্ধান্ত তহবিলের সর্ব ব্যাপারে ও সর্বোচ্চভাবে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫.৬) কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে ;

(ক) এই বিধি অনুসারে তহবিলের যথাযথ ব্যবহার, উহার নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগ (উপঅনুচ্ছেদ ৬.৩ মোতাবেক) ও অর্থ বরাদ্দ (অনুচ্ছেদ ৯ মোতাবেক) করণ ;

(খ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(গ) প্রতি আর্থিক বৎসর শেষে তহবিলের নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ও সাধারণ বার্ষিক সভায় উপস্থাপন ;

(ঘ) উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সকল আনুষাঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ।

৬. **তহবিল সংরক্ষণ ঃ**

(৬.১) তহবিলের অর্থ বিসিপিএস কর্তৃক অনুমোদিত কোন রাষ্ট্রয়ত্ব তফসিলী ব্যাংকে তহবিলের হিসাবে জমা করা হইবে।

(৬.২) তহবিলের ব্যাংক হিসাব বিসিপিএস-এর ব্যাংক হিসাবের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হইবে।

(৬.৩) তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি বিসিপিএস-এর অনুমোদন সাপেক্ষে তহবিলের অর্থ এইরূপে বিনিয়োগ করিতে পারিবে যাহাতে উক্ত বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা অধিক আয় হইতে পারে এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিটি তহবিলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কোন রাষ্ট্রয়ত্ব তফসিলী ব্যাংকের স্থায়ী আমানতে বা সঞ্চয়ী হিসাবে রাখিতে বা কোন লাভজনক সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে বা ফেলোদের জন্য কোন সেবামূলক খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৬.৪) প্রতি অর্থ বৎসরের শেষে তহবিল আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ও বহিঃ নিরীক্ষা কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে।

(৬.৫) তহবিল নিরীক্ষার জন্য প্রতি অর্থ বৎসরের শুরুতে তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগ করিবেন; এবং নিরীক্ষিত প্রতিবেদন গ্রহণ করিবেন ও বিসিপিএস-এর বার্ষিক সভায় উপস্থাপন করিবেন।

৭. **তহবিল হইতে প্রাপ্ত সহায়তা ঃ**

(৭.১) তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তা পাইবার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফেলো বা তাহার পরিবারের সদস্যদের-কে নির্ধারিত ফর্ম যথাযথ পূরণ করিয়া উহাতে উল্লেখিত কাগজপত্র সহ বিসিপিএস-এর সচিব বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(৭.২) কোন ফেলোকে এক বারের অধিক কল্যাণ তহবিল হইতে কোন সাহায্য প্রদান করা যাইবে না।

(৭.৩) ফেলোদের জন্য গঠিত কল্যাণ তহবিলে যে সকল ফেলোগণ চাঁদা প্রদান করে সদস্য হবেন শুধুমাত্র সেই সকল ফেলো বা তাদের পরিবারবর্গ এ তহবিলের আর্থিক সহায়তা পবেন।

৮. তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমান ঃ

(৮.১) কোন ফেলোর দূর্ঘটনায় বা অসুস্থতার জন্য কোন অঙ্গহীন ঘটিলে, উক্ত সর্বসাকুল্যে সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা পরিমান অর্থ বরাদ্দ পাইবেন।

(৮.২) কোন ফেলো দূর্ঘটনায় বা অসুখে স্থায়ী ভাবে উপার্জনে অক্ষম হইলে উক্ত ফেলো সর্বসাকুল্যে সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা পরিমান অর্থ বরাদ্দ পাইবেন।

(৮.৩) কোন ফেলো দূর্ঘটনা জনিত কারনে বা অসুস্থতা হেতু, দেশে বা বিদেশে ব্যয় বহুল চিকিৎসার জন্য উক্ত ফেলো সর্বসাকুল্যে সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা পরিমান অর্থ বরাদ্দ পাইবেন।

(৮.৪) উপঅনুচ্ছেদ ৮.১, ৮.২ ও ৮.৩ - এ বর্ণিত অর্থ কল্যাণ তহবিল হইতে বরাদ্দ করা হইবে।

৯. তহবিলের অর্থ বরাদ্দ ঃ

(৯.১) কোন অর্থ বৎসরে তহবিল হইতে মোট সহায়তার পরিমান, সেই বৎসরের মোট সাকুল্যে রক্ষিত অর্থের ৭৫% এর বেশি হইবেনা। ইহা প্রথম ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৯.২) অনুচ্ছেদ ৭-এর অধীনে বর্ণিত আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর কমিটির পরবর্তী সভায় আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে হইবে।

(৯.৩) আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর সভাপতির নির্দেশক্রমে সদস্য সচিব উহা বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করিবেন।

(৯.৪) উপঅনুচ্ছেদ ৯.৩ এর অধীন আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর বোর্ড অনতিবিলম্বে চৌদ্দ দিনের মধ্যে উহা বোর্ডের সভায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া অঙ্গহানী ও উপার্জনে অক্ষম কিংবা অসুস্থতা এবং সংশ্লিষ্ট জটিল ও ব্যয় বহুল রোগের যথার্থতা নিরুপন; তৎবাবদ চিকিৎসার সম্ভাব্যস্থান ও খরচ নির্ধারন পূর্বক তৎ বিষয়ে কমিটির নিকট সুপারিশ প্রেরণ করিবেন।

(৯.৫) বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি তহবিল হইতে সংশ্লিষ্ট আর্থিক সহায়তার অর্থ বরাদ্দ মঞ্জুর করিবে। বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ব্যতিত অন্যান্য বিষয়ে বোর্ডের সুপারিশ চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৯.৬) বিধির অধীনে আর্থিক সহায়তার অর্থ যথাশীঘ্র সম্ভব উহার প্রাপকের নিকট, প্রাপক প্রেরণ পূর্বক পরিশোধ করা হইবে।

১০. **মেডিকেল বোর্ড ঃ** মেডিকেল বোর্ড অর্থ তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির দ্বারা গঠিত স্থায়ী মেডিকেল বোর্ড অর্থাৎ ফেলোদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগ ও চিকিৎসার যথার্থতা নিরুপন, চিকিৎসার সম্ভাব্য স্থান ও সম্ভাব্য খরচ নির্ধারণ পূর্বক এতদবিষয়ে কমিটির নিকট সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি মেডিকেল বোর্ড থাকিবে ;

১১. **বিবিধ ঃ** প্রয়োজন অনুসারে ফেলোজ কল্যাণ তহবিল নীতিমালা ২০১০ ইং এর কোন অনুচ্ছেদ বা উপানুচ্ছেদের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিবর্জন, সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়োজন হইলে তাহা কল্যাণ কমিটির সুপারিশক্রমে বিসিপিএস-এর কাউন্সিল এর নিকট উত্থাপন করিতে হইবে এবং কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১২. সকল কাজের জন্য তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি বিসিপিএস-এর কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে।